"কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার?
তুমি যে অখিলেশ্বরী সকলই যে মা তোমার॥
... প্রার্থনা আর কি করিব কি চাহিতে কি চাহিব
কি যে দিতে আর কি যে নিতে আমি কি বা
তুমি তার।"

এই উক্তি থেকেই ভক্তির অনুভূতির প্রকৃত সন্ধান। ভক্তির এই আত্মমগ্ন প্রকাশ এই পর্যায়ের পদগুলোকেই সাহিত্য রসপিপাসা চরিতার্থ করার উৎকর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য লেখো।

→ শাক্ত পদাবলী মধ্যযুগের শেষ সাহিত্যিক নিদর্শন। যদিও আধুনিক যুগের কিছু লক্ষণও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ রচনাকালের ক্রম অনুসারে দেখা যায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত শাক্ত পদাবলীর ধারা বর্তমান ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তি দেবতাকে কেন্দ্র করে যে গান কবিরা লিখেছেন সেই তাই শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদাবলীর দুটি ধারা — উমা সঙ্গীত শ্যামা সঙ্গীত। এই দুই ধারায় জগজ্জননীকে দুভাবে সাধনা করার কথা বলা হয়েছে, কন্যারূপে ও মাতৃরূপে। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্যকে ভাব ও আঙ্গিক — এই দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের স্বরূপ, লীলা ও তত্ত্বের সমন্বয়, সর্বমতের সমন্বয়। সহজ উদারবোধ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মিলন, ধ্যানকর্ম-ভক্তি-যোগের সমন্বয় এবং সমকালীন জীবনের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আঙ্গিক বা রীতির দিক থেকে অকৃত্রিমতা, সরলতা, নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গি, কাব্য দীনতার করা যায়।
গীতিময়তা ও সুর প্রাধান্যতা লক্ষ্য

(ক) ভাবগত বৈশিষ্ট্য :-

(১) বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের স্বরূপ :

বিশ্ব প্রসবিনী ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি। এদেশের মানুষেরা শক্তি মহাশক্তিকে কন্যা ও জননীরূপে কল্পনা করে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীত।"

আগমনী বিজয়ার এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি অনেক কবির কাব্যেই প্রকাশিত —

"গিরি গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।"

পৌরাণিক শিব উমার সঙ্গে হর গৌরীর লুকানো কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে। আগমনী বিজয়ার গানে। কবিরাও তাদের মাতা কন্যার মিলন বিরহের ছবি আঁকতে আঁকতে পাঠকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিশ্বেশ্বর ভিখারী গৃহী ভোলানাথ মাত্র নন তিনি স্বয়ং জগন্মাতা স্বয়ং উমা তারই প্রকাশশক্তি অর্ধাঙ্গিনী। মর্ত্যলোকের অতীত চিরন্তন জগতে চলেছে তাদের যে অদ্বৈত প্রকাশ সেকথা কবিরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শাক্ত পদাবলীর আগমনী বিজয়া পর্যায়টি ভক্তিগীতি হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ অর্থে কাব্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে। Thompson এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন — In this Song the Sorrows of Uma have past away from the region of religion into that of Poetry.

এই সূত্র ধরেই এবারে আমরা ভক্তি পর্যায়ের পদগুলির কাব্য উৎকর্ষের আলোচনা করবো। উৎকৃষ্ট কবিতার বিষয়বস্তু চিত্তের সংকট যার উৎস নিহিত থাকে সমাজদেহে আর এই কারণেই একান্ত সূক্ষ্ম সমাজের অভিজ্ঞতায় আদর্শায়িত হয়ে কাব্য সাহিত্যে স্থান পায়। ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ কবিরা কখনই নিজেদের সামাজিক ভূমিকা বিস্মৃত হননি, তাদের কাছে তাই শাক্ত পদাবলীর অধ্যাত্মের অন্তর্বেদনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের জ্বালা ও দৈন্য দুর্দশার সদয় চিত্র আবির্ভূত হয়ে ভক্তের আকুতি কাব্য-সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীতে আধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার ব্যাপার থাকলেও মাতা কন্যার মিলন বিচ্ছেদের ছবিটিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলির মূলে আত্মবিস্তার আত্মসমালোচনায় তার অসঙ্গতি আত্মপদের দীনতায় আকুতিতে —

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥"

Scanned with CamScanner

পটভূমিকায় আধ্যাত্মিক অভিলাষ বিষয়টিও স্মরণ্য।

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে ধর্মীয় প্রেরণা সক্রিয় ছিলো। ধর্মীয় বাতাবরণের নিদর্শনই আধুনিক যুগের মানুষকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু ঐ সময়ের অনেক সৃষ্টি মানবিক বোধের পরিচায়ক হওয়াতে যুগে কালজয়ী সৃষ্টিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে। শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের পদ-সমূহকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি শ্রেণী দেখা যায় —

(ক) লীলা বিষয়ক পদ

(খ) ভক্তি " "

(গ) তত্ত্ব " "

—— সুতরাং শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বাতাবরণের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এই তিন বিষয়ক পদগুলি থেকে আমরা শাক্ত পদাবলীর আধ্যাত্মিক মূল্য এবং সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করবো।

শাক্ত পদকর্তাগণ উমাকে দেবতা নয় দেবতাকে প্রিয় করার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছেন। এই অভিলাষে যে মানবিক আর্তি প্রকাশিত তার বাণীরূপ যখন শাক্ত কবিরা প্রদান করেছেন তখন তা একই সঙ্গে দিব্যরস পিপাসা ও সাহিত্যরস পিপাসা চরিতার্থ করতে সিদ্ধ হয়েছেন। ধর্মাশ্রিত হলেও আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদগুলি ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে মানব চিরন্তন হৃদয়ের বিষয়ীভূত হয়েছে। এ কারণে আগমনী বিজয়ার গান, বাঙালীর নিজের গান। রবীন্দ্রনাথ এই মর্মকথাটি অসাধারণ বিশ্লেষণী দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন।

Scanned with CamScanner